মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd; arjina.efa@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী
আশীষ কুমার দাশগুপ্ত
নির্বাহী পরিচালক (গবেষণা)

সমন্বয়কারী
মাহফুজা আকতার
মহাব্যবস্থাপক

সদস্য
মুহঃ গোলাম মওলা
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্তার ইফা
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ মাসুদুর রহমান
সহকারী পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথমার্ধের (ডিসেম্বর'১৯ পর্যন্ত) জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৪.৫০ শতাংশ যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৪.৪২ শতাংশ। তবে, অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৩.২০ শতাংশ ধরা হয় যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১০.৬৬ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্ব সীমা ৫.৫০ শতাংশ এর বিপরীতে সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৯ শতাংশ। খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতার সূত্রে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ রপ্তানি আয়ে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৬৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2)ঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১২১৯৬.১১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১২৫১৮.৮১ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৪.৩৭ শতাংশ ও ০.৮০ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ৩.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি এবং তলবি আমানত ৫.১২ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ২.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৬.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১১.৮৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৮.৭৭ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

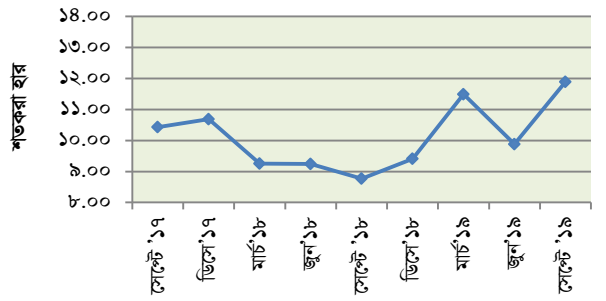

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

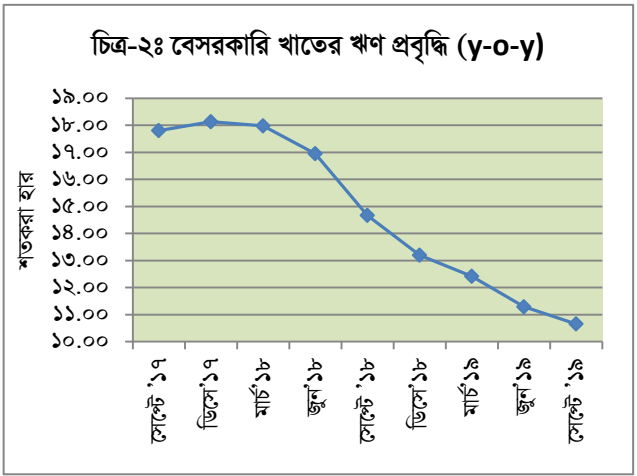

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১১৪৬৮.৮৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৮৩২.২৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৬২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৪২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৩.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা

থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ২৪.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২২.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৪৭.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ১.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ১০.২৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ০.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩.১২ শতাংশ এবং ১.২৪ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯) শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৬৬ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে ছিল ১৪.৬৭ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষের ৮৮.৮৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে দাঁড়ায় ৮৫.৯৩ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.৪১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭১২.৭৮ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১.০৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯) শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ২.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে ০.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রাঃ ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২৪৬১.৮৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৭১.৮৮ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৯.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ২.২৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ১১০.০৭ বিলিয়ন টাকা থেকে ৩২.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে (-) ৭৪.২০ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ১.০১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২৫৪৬.০৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ৭.৩১ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৬৫.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঁঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ১৭৬.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৫৬.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ (অক্টোবর, ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০১৯) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৮.১৮ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.১৪ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

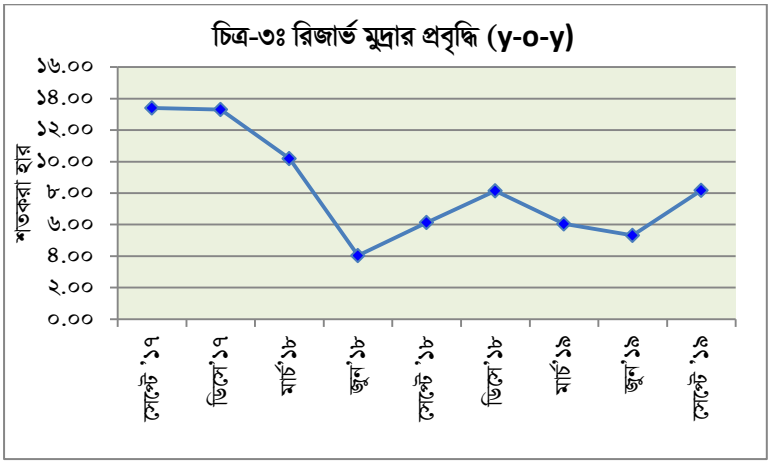

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতার সূত্রে ২০১৯-২০ অর্থবছরে সাধারণ মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি জুন'১৯ শেষের ৫.৪৮ শতাংশ হতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৯ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুন'১৯ শেষের ৫.৫১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৩৮ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি জুন'১৯ শেষের ৫.৪২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৭ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি জুন'১৯ শেষের ৫.৫২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৪ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

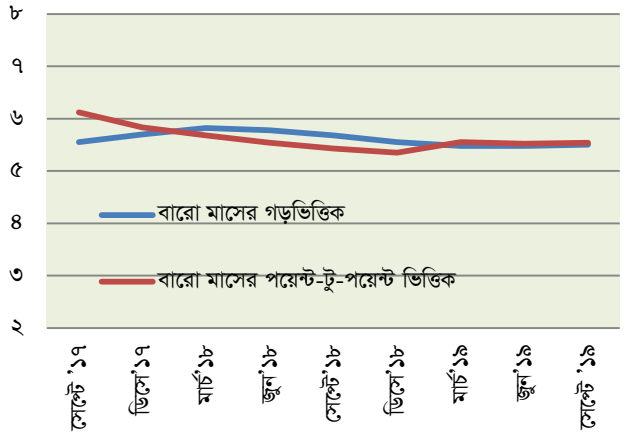

তারল্য পরিস্থিতিঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৭৩.১০ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৮৮৮.১৪ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৮.০৯ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭২৪.৫০ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৬.১৩ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৬০.৪৬ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.৭৯ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, জুন ২০১৯ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫৮৯.৮৮ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

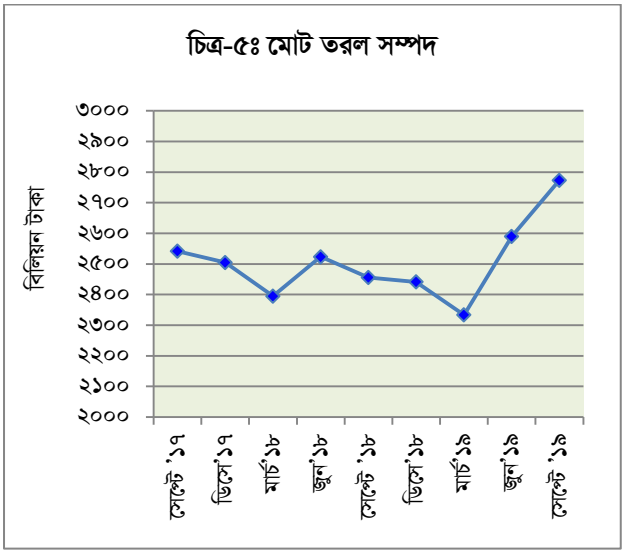

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি
(সেপ্টেম্বর ২০১৯)

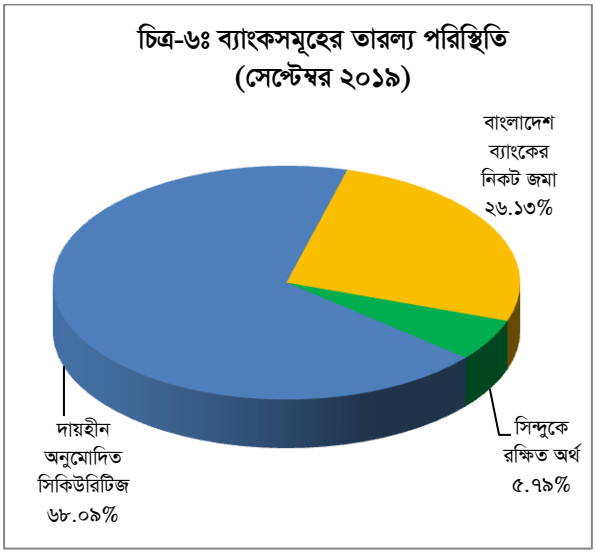

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ০.৭৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩৫৪৮.৫৭ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৯৩৪.৬৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬১৩.৯২ বিলিয়ন টাকা বা ২০.৯২ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, কলমানির ভারীত গড় সুদহার জুলাই'১৯ শেষের ৩.৪৬ শতাংশ হতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে ৫.০৪ শতাংশে দাড়িয়েছে।

রেপোঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৩৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ১০৫০.৮৭ বিলিয়ন টাকার ৩৩৬টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৩১০.১৬ বিলিয়ন টাকার ৮৩টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ৫২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ৫০০.৬৮ বিলিয়ন টাকার ২৬৫টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ১৮৪.৫২ বিলিয়ন টাকার ৯৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপোঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর ৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১-০২ দিন মেয়াদি ৫.৫০ বিলিয়ন টাকার ২টি এবং ০৩-০৭ দিন মেয়াদি ৪.৬০ বিলিয়ন টাকার ১টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং কোন দরপত্রই গৃহীত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ১৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৬টি, ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৫টি এবং ৯১, ১৮২ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৫৪৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৬৭.৩৬ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ১৯৩১টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ৪০২.৫৭ বিলিয়ন টাকার ৮২১টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৪১.৬২ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৭৩.৮৭ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১৪২.৪৩ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৯) মোট ৩৮৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৫৭০.৭৩ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ২১৩.২৩ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ৩৭.৩৬ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৯৬ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১৭৪.৭৭ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ডিভল্বমেন্টের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৪.৫০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮.৭২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ৩.৯৯ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৭.৩১ শতাংশ। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ০.৬৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪২ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৩৬৫.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ৫৪৫.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী

ত্রৈমাসিকের স্থিতি ৪৫৪.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৮০.০০ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৪.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ৩০৯.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩২৫.০০ বিলিয়ন টাকা বেশি।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টি, ২-বছর ও ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০৩টিসহ মোট ১১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৩৭.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৩৬.৫২ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৮২৩টি দরপত্রের মধ্যে ১০৭.৮৬ বিলিয়ন টাকার ৪০৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৩২.০৫ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৭৮.৭৩ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ২৯.১৫ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ২১.২৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন, ২০১৯) মোট ১২০.৭৫ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১৭.৭৮ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৮৩.৬৮ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৩৭.০৭ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ডিভল্বমেন্টের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৭.৮১৫২ শতাংশ থেকে ৯.৭৩৮১ শতাংশ এবং ৬.৪৪০০ শতাংশ থেকে ৯.২৯০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৫৫.৩৭ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০১৯) শেষের স্থিতির তুলনায় ১০২.৫০ বিলিয়ন টাকা (৬.৬০ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৫৮.১৫ বিলিয়ন টাকা (১৮.৪৮ শতাংশ) বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয়নি। ফলে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শেষে ৭-দিন এবং ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন স্থিতি ছিল না। একইসাথে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৫ শতাংশ। জুন ২০১৯ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.৪৩ শতাংশ ও ৫.২৭ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৫৬ শতাংশ। জুন ২০১৯ এবং সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৫৮ শতাংশ ও ৯.৫৪ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৯১ শতাংশ। জুন ২০১৯ শেষে এ সুদ হার ব্যবধান ছিল ৪.১৫ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

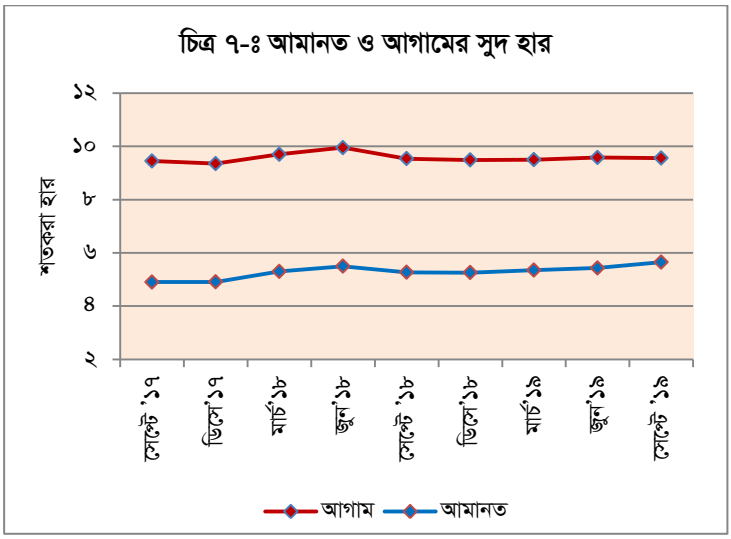

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতিঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান জুন ২০১৯ শেষের ৮৪.৫০ টাকায় অপরিবর্তিত রয়েছে (চিত্র-৮)। সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.৮৯ ভাগ অবচিতি হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৩.৭৫ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৪৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। কিন্তু, এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ২৩৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

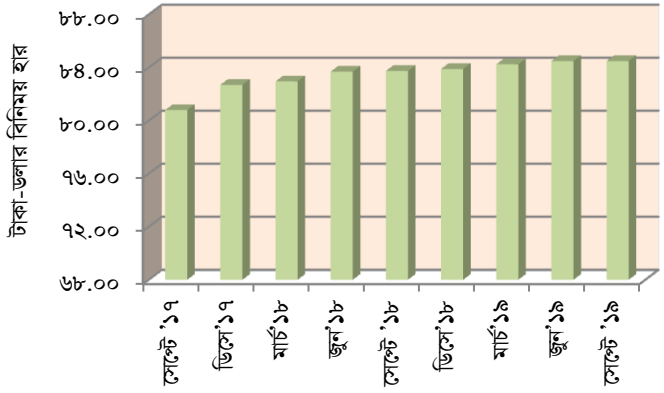

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক জুন শেষের ১০৫.৭০ থেকে ৫.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১১.৬৬ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১.১৪ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৬.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাতঃ

রপ্তানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৯৫৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আমদানিঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৫৫ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৩২৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

রেমিট্যান্সঃ জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৯৩ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৬.৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৪৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭১৭[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৮৫২[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৭৮[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ১৩১৬[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০৫[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১০৩২[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভঃ সেপ্টেম্বর ২০১৯ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৮৩১.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.৩০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর ২০১৮ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১৯৫৭.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৬.৩৫ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৬ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩১৬৮৯.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

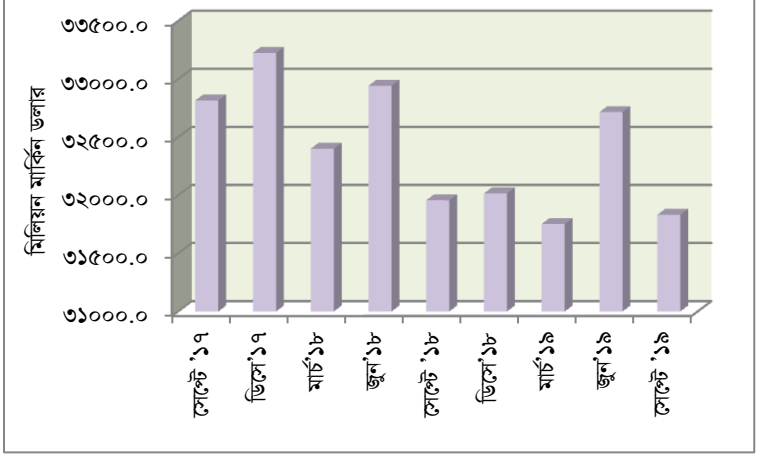

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ তুলে ধরা হলো।

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- ঋণের আদায় বৃদ্ধিকরণ এবং শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ও খেলাপী ঋণগ্রহীতার সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহের অপরাপর সকল শ্রেণীকৃত ঋণসহ ১০০ (একশত) কোটি টাকা এবং তদূর্ধ্ব স্থিতি বিশিষ্ট শ্রেণীকৃত ঋণ হিসাবসমূহ নিবিড় তদারকির উদ্দেশ্যে সকল ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট উপব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে প্রধান করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মবল নিয়ে "Special Monitoring Cell" নামক একটি বিশেষ তদারকি সেল গঠন করতে হবে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৩১ ডিসেম্বর তারিখে স্থিতিপত্রের ভিত্তিতে হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের ইক্যুইটি নির্ধারণ করবে। ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ (৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে) তারিখ হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্ণীত ইক্যুইটির সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ হারে কলমানি মার্কেট হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে বলে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
- বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানে ০১ জুলাই, ২০১৯ হতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের অর্থ এ দেশে তাদের রেমিট্যান্স সুবিধাভোগীর হিসাবে জমা/প্রদানের সময় রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রযোজ্য বিনিময় হারে টাকায় রূপান্তরিত অর্থ প্রচলিত বিধিবিধান পরিপালন করতঃ উক্ত অর্থের উপর ২(দুই) শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় পরিচালিত বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউজ/ব্যাংকের মাধ্যমে আলোচ্য অর্থ প্রত্যাবাসিত হতে হবে। একজন প্রবাসীর রেমিট্যান্সের উপর প্রতিবারে সর্বোচ্চ মাঃডঃ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত)/সমমূল্যের অর্থের জন্য উল্লিখিত হারে কোন প্রকার কাগজপত্র ব্যতিরেকে প্রণোদনা সুবিধা প্রযোজ্য হবে।
- দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল হোম ও কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স পণ্য রপ্তানি মূল্যের (নীট এফওবি) ওপর ১০% হারে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকদের ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
- বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী এক পঞ্জিকাবৎসরে সার্কভুক্ত দেশসমূহ ও মায়ানমারে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশী প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যাক্তির অনুকূলে জনপ্রতি ৫০০০.০০ মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য দেশের জন্য ৭০০০.০০ মার্কিন ডলার ছাড়করণের প্রাধিকার প্রদানের পরিবর্তে বর্তমানে অঞ্চল ভিত্তিক ভ্রমণ কোটা প্রত্যাহার করে বাংলাদেশী প্রাপ্ত

বয়স্ক ব্যাক্তির অনুকূলে এক পঞ্জিকাবৎসরে জনপ্রতি ১২০০০.০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের প্রাধিকার ঘোষিত হয়েছে যা জানুয়ারি, ২০২০ সাল হতে কার্যকর হবে।

- বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও হাওরাঞ্চলসহ বিভিন্ন জেলায় উজান হতে আসা পানি এবং ভারী বৃষ্টিপাতে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় কৃষিজাত ফসলের ক্ষতি হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলসমূহে কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে এ খাতে প্রকৃত চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে নতুন ঋণ বিতরণ; পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের কৃষি ঋণ আদায় স্থগিতকরণ, সহজ কিস্তি আদায়ের মাধ্যমে ঋণ নিয়মিতকরণ/ ডাউন পেমেন্ট এর শর্ত শিথিলপূর্বক ঋণ পুনঃতফসীলীকরণ সুবিধা প্রদান; নতুন করে কোন সার্টিফিকেট মামলা না করে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনাদায়ী ঋণসমূহ তামাদি হওয়া প্রতিবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা গুলোর তাগাদা আপাততঃ বন্ধ রেখে সোলেনামার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তিকরণ; ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকগণ যাতে প্রকৃত চাহিদা মোতাবেক যথাসময়ে নতুন ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন এবং ঋণ পেতে কোনরূপ হয়রানির শিকার না হন; এছাড়া ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	সেপ্টেম্বর	জুন	মার্চ	সেপ্টেম্বর	জুন	সেপ্টেম্বর	পরিবর্তন সমূহ				
	২০১৯	২০১৯	২০১৯	২০১৮	২০১৮	২০১৭	জুন'১৯ এর	মার্চ'১৮ এর	জুন'১৮ এর	সেপ্টেম্বর' ১৮ এর	সেপ্টেম্বর' ১৭ এর
							তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৯	তুলনায় জুন'১৯	তুলনায় সেপ্টেম্বর'১৮	তুলনায় সেপ্টেম্বর' ১৯	তুলনায় সেপ্টেম্বর' ১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৭১২.৭৮	২৭২৪.০০	২৬৯৪.৭৩	২৬৫২.৩৭	২৬৪৬.৭৪	২৬৩০.৫৪	-১১.২২	২৯.২৭	৫.৬৩	৬০.৪১	২১.৮৩
							-(০.৪১)	(১.০৯)	(০.২১)	(২.২৮)	(০.৮৩)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৯৮০৬.০৩	৯৪৭২.১১	৮৯৯১.০৭	৮৫৩৬.৫৮	৮৪৫৩.০৭	৭৬৫৬.৪৬	৩৩৩.৯২	৪৮১.০৪	৮৩.৫১	১২৬৯.৪৫	৮৮০.১২
							(৩.৫৩)	(৫.৩৫)	(০.৯৯)	(১৪.৮৭)	(১১.৫০)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১১৮৩২.২৬**	**১১৪৬৮.৮৫**	**১০৯৬২.৬০**	**১০৩৪০.৭৩**	**১০২১৬.২৭**	**৯১৩৩.৪১**	৩৬৩.৪১	৫০৬.২৫	১২৪.৪৬	১৪৯১.৫৩	১২০৭.৩২
							(৩.১৭)	(৪.৬২)	(১.২২)	(১৪.৪২)	(১৩.২২)
i) সরকারি খাত (নীট)	১৪০৭.৮২	১১৩২.৭৩	৯২৫.১২	৯৫৬.৯৫	৯৪৮.৯৫	৯৪৪.৩৮	২৭৫.০৯	২০৭.৬১	৮.০০	৪৫০.৮৭	১২.৫৭
							(২৪.২৯)	(২২.৪৪)	(০.৮৪)	(৪৭.১২)	(১.৩৩)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	২৫৭.৪৭	২৩৩.৫৬	২৪০.৬২	১৯৬.৩২	১৯২.০০	১৭৬.৭৭	২৩.৯১	-৭.০৬	৪.৩২	৬১.১৫	১৯.৫৫
							(১০.২৪)	-(২.৯৩)	(২.২৫)	(৩১.১৫)	(১১.০৬)
iii) বেসরকারি খাত	১০১৬৬.৯৭	১০১০২.৫৬	৯৭৯৬.৮৬	৯১৮৭.৪৬	৯০৭৫.৩২	৮০১২.২৬	৬৪.৪১	৩০৫.৭০	১১২.১৪	৯৭৯.৫১	১১৭৫.২০
							(০.৬৪)	(৩.১২)	(১.২৪)	(১০.৬৬)	(১৪.৬৭)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২০২৬.২৩	-১৯৯৬.৭৪	-১৯৭১.৫৩	-১৮০৪.১৫	-১৭৬৩.২০	-১৪৭৬.৯৫	-২৯.৪৯	-২৫.২১	-৪০.৯৫	-২২২.০৮	-৩২৭.২০
							(১.৪৮)	(১.২৮)	(২.৩২)	(১২.৩১)	(২২.১৫)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১২৫১৮.৮১**	**১২১৯৬.১১**	**১১৬৮৫.৮০**	**১১১৮৮.৯৫**	**১১০৯৯.৮১**	**১০২৮৭.০০**	৩২২.৭০	৫১০.৩১	৮৯.১৪	১৩২৯.৮৬	৯০১.৯৫
							(২.৬৫)	(৪.৩৭)	(০.৮০)	(১১.৮৯)	(৮.৭৭)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৭০৮.২০	২৭৩২.৯৩	২৫১৭.১৩	২৪৪৯.৩৬	২৫৪৮.৯৪	২৩১৩.২৩	-২৪.৭৩	২১৫.৮০	-৯৯.৫৮	২৫৮.৮৪	১৩৬.১৩
							-(০.৯০)	(৮.৫৭)	-(৩.৯১)	(১০.৫৭)	(৫.৮৮)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৫৭৯.০৮	১৫৪২.৮৭	১৪৪৬.৪৭	১৪১০.১৯	১৪০৯.১৮	১৩২৮.২৩	৩৬.২১	৯৬.৪০	১.০১	১৬৮.৮৯	৮১.৯৬
							(২.৩৫)	(৬.৬৬)	(০.০৭)	(১১.৯৮)	(৬.১৭)
ii) তলবি আমানত	১১২৯.১২	১১৯০.০৬	১০৭০.৬৬	১০৩৯.১৭	১১৩৯.৭৬	৯৮৫.০০	-৬০.৯৪	১১৯.৪০	-১০০.৫৯	৮৯.৯৫	৫৪.১৭
							-(৫.১২)	(১১.১৫)	-(৮.৮৩)	(৮.৬৬)	(৫.৫০)
খ) মেয়াদি আমানত	৯৮১০.৬১	৯৪৬৩.১৮	৯১৬৮.৬৭	৮৭৩৯.৫৯	৮৫৫০.৮৭	৭৯৭৩.৭৭	৩৪৭.৪৩	২৯৪.৫১	১৮৮.৭২	১০৭১.০২	৭৬৫.৮২
							(৩.৬৭)	(৩.২১)	(২.২১)	(১২.২৫)	(৯.৬০)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২৪৭১.৮৮	২৪৬১.৮৮	২২৫০.৯০	২২৮৪.৮৭	২৩৩৭.৪৩	২১৫২.৬০	১০.০০	২১০.৯৮	-৫২.৫৬	১৮৭.০১	১৩২.২৭
							(০.৪১)	(৯.৩৭)	-(২.২৫)	(৮.১৮)	(৬.১৪)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৪৬.০৮	২৫৭১.৯৫	২৫১৩.৯১	২৫১৭.২৯	২৫৩৫.১০	২৫০৮.১০	-২৫.৮৭	৫৮.০৪	-১৭.৮১	২৮.৭৯	৯.১৯
							-(১.০১)	(২.৩১)	-(০.৭০)	(১.১৪)	(০.৩৭)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৭৪.২০	-১১০.০৭	-২৬৩.০১	-২৩২.৪২	-১৯৭.৬৭	-৩৫৫.৫০	৩৫.৮৭	১৫২.৯৪	-৩৪.৭৫	১৫৮.২২	১২৩.০৮
							-(৩২.৫৯)	-(৫৮.১৫)	(১৭.৫৮)	-(৬৮.০৮)	-(৩৪.৬২)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	২৮৯.০৮	৩১১.৮৯	১১৭.৬১	১০৪.৪৭	২২৫.৭২	৬৬.৯৫	-২২.৮১	১৯৪.২৮	-১২১.২৫	১৮৪.৬১	৩৭.৫২
সরকারি খাতে নীট ঋণ							-(৭.৩১)	(১৬৫.১৯)	-(৫৩.৭২)	(১৭৬.৭১)	(৫৬.০৪)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩১৮৩১.৯০	৩২৭১৬.৫০	৩১৭৫৩.২৯	৩১৯৫৭.৭০	৩২৯৪৩.৪৬	৩২৮১৬.৫৯					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	২৭৭৩.১০	২৫৮৯.৮৮	২৩৩৩.৯৭	২৪৫৫.৯৯	২৫২৩.২৭	২৫৪১.৯১					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	১৮৮৮.১৪	১৬৬৫.৮৫	১৪৩৯.৭	১৫৯৩.৩২	১৫৯৬.০৫	১৭১৪.৬৩					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮৪.৫০	৮৪.৫০	৮৪.২৫	৮৩.৭৫	৮৩.৭৫	৮০.৮০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১১১.৬৬*	১০৫.৭০	১০৬.৯২	১০৭.২৭	১০০.৭০	১০৩.০৫					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৬৮	৫.৭৮	৫.৫৫					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নিদের্শক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।